মাশায়েখে বাবুনগর

[জামিয়া ইসলামিয়া বাবুনগর-এর খ্যাতনামা
উলামা-মাশায়েখের জীবন-কর্ম ও অবদান]

মুহাম্মাদ জাকারিয়া হাসনাবাদী

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

মাশায়েখে বাবুনগর

মুহাম্মাদ জাকারিয়া হাসনাবাদী

সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মুনীর

বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

সর্বস্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

মূল্য : ২৬০ (দুইশত ষাট) টাকা মাত্র

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

Email: ettihadpub@gmail.com

www.facebook.com/Ettihadpublication

জামিয়া ইসলামিয়া বাবুনগর-এর মুহতামিম, মুজাহিদে মিল্লাত

আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী হাফি.-এর

দোয়া ও অভিমত

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد

এ বছর আমাদের জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর-এর শতবর্ষ পূর্ণ হলো, আলহামদুলিল্লাহ। জামিয়ার শত বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যাদের হাতে রচিত হয়েছে, তাদের অনেকেই হারিয়ে গেছেন। কেবল রয়ে গেছে তাদের স্মৃতি, ইতিহাস ও অবদান।

জামিয়া বাবুনগরের সন্তান, আমার স্নেহাস্পদ, প্রিয় মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী জামিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বহু মাশায়েখের সংক্ষিপ্ত জীবনী, খেদমত ও অবদানের কথা উল্লেখ করে এ মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আমি এর পাণ্ডুলিপি দেখে অনেক খুশি হয়েছি।

দোয়া করি, আল্লাহ আমার প্রিয় এ শাগরিদের ইলমি ও লেখনী সকল খেদমত কবুল করুন এবং আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

বিনীত

মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ

বিনীত আরজ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

আজ থেকে কয়েক বছর আগে চট্টলার ঐতিহ্যবাহী দীনি ইদারা জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগরের বেশ কয়েকজন মুরুব্বি উসতাদ একের পর এক মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। তখন মনে মনে ভাবলাম, তাদের আলোকিত জীবনের বহু অবদান ও স্মৃতি বিলুপ্তির পথে। এমনও হতে পারে, একসময় এই মুরুব্বিদের কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে। তাই তাঁদের জীবন ও অবদানের ওপর সংক্ষেপে হলেও একটি সংকলন তৈরি হওয়া জরুরি মনে করি। ভাবনা মোতাবেক একদিন জামিয়ার নায়েবে মুহতামিম মাওলানা আইয়ুব বাবুনগরী হাফি.-এর সাথে এ নিয়ে কথা বলি। তিনি শুনে খুশি হন এবং উৎসাহিত করেন।

মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে ভীত মনেই হিম্মত নিয়ে ফেলি এবং কাজ শুরু করি। একপর্যায়ে আমার মুরুব্বি, প্রাণপ্রিয় উসতাদে মুহতারাম, আল্লামা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী দামাত বারাকাতুহুমকে পাণ্ডুলিপি দেখাই। দেখে তিনিও অত্যন্ত খুশি হলেন, উৎসাহিত করলেন এবং মূল্যবান অভিমত ও দোয়া দিলেন।

একমাসের কম সময়ে এত তথ্য সংগ্রহ করা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। যাদের থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও আংশিক লেখা সংগ্রহ করেছি, তাদের সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাদের মধ্যে উসতাদে মুহতারাম শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ., শায়খ ও মুরশিদ আল্লামা সুলতান যওক নদভি, আল্লামা ড. আ.ফ.ম খালিদ হুসাইন, মাওলানা আবদুর রহিম ইসলামাবাদী, জামিয়া বাবুনগরের প্রধান মুফতি আল্লামা মাহমুদ হাসান, মাওলানা হারুন আজিজী, মাওলানা মুফতি ওসমান সাদেক, মাওলানা মুফতি ইকবাল আজিমপুরী, মুফতি মুহাম্মাদ বাবুনগরী, মাওলানা আসেম বাবুনগরী, মাওলানা ফরিদ ও মাওলানা আকবর হোসাইনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে বলি-

جزاهم الله جزاءً موفورًا فى الدنيا والاخرة

উল্লেখ্য, বইয়ের নাম 'মাশায়েখে বাবুনগর' রাখা হলেও এমন কিছু মাশায়েখের সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পেয়েছে, যারা শুধু বাবুনগর নয়; বরং পুরো চট্টগ্রাম এমনকি পুরো দেশের মাশায়েখ ছিলেন। যাদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক ছিল মাশায়েখে বাবুনগরের।

এ গ্রন্থ জামিয়া বাবুনগরের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, আরিফে রাব্বানি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী রহ.-এর জীবনালেখ্য দিয়ে সূচনা করা হয়েছে; বাকিদের জীবনীগুলো মৃত্যুসন বিবেচনায় ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে। সবশেষে জামিয়ার আরও কিছু মরহুম শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের ঠিকানা বা বিস্তারিত জীবনী সংগ্রহ করতে পারিনি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে কারও সহায়তা পেলে পরবর্তী সময়ে সংযোজনের আশা রাখি, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে ইত্তিহাদ পরিবারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বই প্রকাশের জটিল প্রক্রিয়া তারা সহজ করে দিয়েছেন। তাদের এই অনুগ্রহ ভুলবার মতো নয়। আল্লাহ এর উত্তম বদলা দান করুন। বইয়ে কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করার অনুরোধ করছি। বইটি কারও সামান্য উপকারে এলে আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের নেক আমলগুলো কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ জাকারিয়া হাসনাবাদী
জামিয়া দারুল আফকার আল-ইসলামিয়া, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম।
২০.১২.২০২২ ঈসায়ী

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম, আম্মাবাদ!

বিশিষ্ট লেখক, আলেম ও শিক্ষাবিদ মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী (প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, দারুল আফকার আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম) 'মাশায়েখে বাবুনগর' নামে মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করে যুগের বৃহৎ এক চাহিদা পূরণ করেছেন। এতে খ্যাতনামা বহু আলেম, পীরে কামেল, শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের জীবনেতিহাস স্থান পেয়েছে।

আমার ক্ষুদ্র গবেষণামতে বিগত একশ ত্রিশ বছর যাবৎ বাবুনগরকেন্দ্রিক ইসলামশিক্ষা প্রচার-প্রসারের তৎপরতা চলে আসছে। বাবুনগর মাদরাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহুসংখ্যক ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র, হক্কানি-রাব্বানি আলেম সমাজ।

বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দকেন্দ্রিক ইসলামি শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের প্রধান মুরুব্বি ও আহ্বায়ক ছিলেন মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ বাঙ্গালি রহ.। তাঁর বাড়ি বোয়ালখালী থানার হাওলা খরন্দ্বীপে। এই মনীষীর নামানুসারে তাঁর বাড়ির কাছে গড়ে উঠেছে বোয়ালখালী ওয়াহেদিয়া মাদরাসা।

মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ১২৯৭ হিজরি মোতাবেক ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা শরিফে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন। এর দুয়েকবছর আগে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষার্জন করে সনদ লাভ করেন।

হাটহাজারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি বাবুনগর আগমন করেন সুফি আজিজুর রহমান সাহেবের বাড়িতে। সেখানে তিনি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩০ বছর ধরে বাবুনগরে চলছে ইসলামি শিক্ষার কার্যক্রম। সুফি আজিজুর রহমান বাবুনগরী থেকে বর্তমান মাওলানা মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী পর্যন্ত–দাওয়াত ও তালিমের এ কার্যক্রম চলছে বিরামহীনভাবে। হজরত মাওলানা হারুন বাবুনগরী রহ. সুফি আজিজুর রহমান বাবুনগরী রহ.-এর ছোট সাহেবজাদা।

১৯২৪ সালে তিনি বাবুনগর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মাদরাসা এক শতাব্দী পূর্ণ করেছে। ইসলামি শিক্ষা প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে এর মূল্যায়নের

জন্য কমপক্ষে ৫০০ পৃষ্ঠার একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী বহু মনীষী আলেমের জীবন ও অবদান নিয়ে 'মাশায়েখে বাবুনগর' নামে একটি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এজন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাবুনগর মাদরাসার পরিচালনা এবং প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রদান করেছেন বহু খ্যাতনামা আলেম ও পীর মাশায়েখ। তাদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা হারুন বাবুনগরী রহ., মাওলানা নুরুল হক দুওম রহ., মাওলানা আমিন রহ., মাওলানা মুসা বুজুর্গ সাহেব রহ., মাওলানা ওবাইদুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব রহ., মাওলানা হাকিম ওবাইদুর রহমান রহ., মাওলানা সুফি আবদুল জাব্বার রহ., মাওলানা ইসহাক আল-গাজি রহ., মাওলানা মাজহারুল ইসলাম রহ., মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরি রহ., মাওলানা কবির আহমদ রহ., মাওলানা ইয়ার মুহাম্মাদ রহ., মাওলানা হারুন শাহনগরী রহ., মাওলানা ইউনুস হাটহাজারী রহ., মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভি হাফি., মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী রহ., মাওলানা আইয়ুব লেলাংগী, মাওলানা আবদুল মান্নান বাবুনগরী, মাওলানা শফিউল আলম আজমপুরী, মাওলানা মুফতি ইউসুফ বাবুনগরী রহ., মাওলানা আবদুল বারী রহ., মাওলানা নুরুল ইসলাম জাদিদ রহ., মাওলানা আবদুর রহমান বেতাগী রহ., মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. প্রমুখ উলামা মাশায়েখ।

তাঁদের জীবন ছিল আদর্শজীবন, যে জীবন থেকে আলো গ্রহণের মাধ্যমে জীবনগঠন করা সম্ভব। মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী এ মনীষীদের জীবনেতিহাস লিখে জাতির বৃহৎ খেদমত করেছেন। আদর্শ মানুষের জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আদর্শ মানুষ হওয়া যায়। আদর্শবান মানুষের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন সফলতা লাভের জন্য বিশেষ সহায়ক।

'মাশায়েখে বাবুনগর' বইটি প্রত্যেক মাদরাসার কুতুবখানায়, পাঠাগারে রাখা উচিত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক লাইব্রেরিতেও রাখা দরকার।

আমার গবেষণামতে বর্তমানে বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দকেন্দ্রিক ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের ১৪৫ বছর চলছে। এর ওপর গবেষণা ও প্রকাশনা সময়ের দাবি। অতীতের মেহনত-মুজাহাদা থেকে শিক্ষাগ্রহণের অনেক কিছু রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের আদলে বিস্তারিত গবেষণা ও প্রকাশনা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী জামিয়া বাবুনগরের সন্তান। এ জামিয়ায় একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে তিনি দীর্ঘ এক যুগের বেশি দায়িত্ব পালন করেছেন। অপরদিকে কামিল পাশও করেছেন। তার থেকে আমরা আরও গবেষণামূলক বই-পুস্তক কামনা করি, যা জাতির পুনর্জাগরণ ঘটাতে সহায়ক হবে। তার সম্পাদনায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোক, এটাও আমরা চাই। দোয়া করি, আল্লাহ এ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে কবুল করে নিন, আমিন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুর রহিম ইসলামাবাদী
মুহতামিম, তালিমুল ইসলাম বালিকা মাদরাসা
পূর্ব সূয়াবিল, নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ২১
যুগে যুগে সংস্কার আন্দোলন ২২
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ২৫
দারুল উলুম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠা ২৫
একজন আদর্শ সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা ২৬
যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক আল্লামা সুফি আজিজুর রহমান রহ. ২৭
সুফি আজিজুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহর স্মরণীয় কিছু ঘটনা ২৮
সুফি সাহেবের সন্তান-সন্ততি ২৯
আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী রহ. ৩০
পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ পরিচয় ৩০
শিক্ষা জীবন ৩০
পিতৃবিয়োগ ৩১
বাইয়াত ও সাধনা ৩২
খেলাফত লাভ ৩২
চার খান্দানের ইজাজত ৩৩
ইসলামের প্রচার-প্রসারে এ বংশের অবদান ৩৩
একটি চমকপ্রদ ঘটনা ৩৫
বার্মা সফরের একটি ঘটনা ৩৫
তিনি ছিলেন মাওলানা রুমির প্রতিচ্ছবি ৩৫
সংস্কার আন্দোলনে বাবুনগরী রহ. ৩৬
জামিয়া ইসলামিয়া বাবুনগর প্রতিষ্ঠা ৩৬
মাদরাসা পরিচালনায় হজরতের নীতিমালা ৩৭
বাবুনগরী রহ.-এর ওয়াজ নসিহত ৩৭
তরিকতের ক্ষেত্রে হজরত বাবুনগরী রহ.-এর অবদান ৩৮
রাজনীতির অঙ্গনে হজরতের অবিস্মরণীয় অবদান ৩৮
ইসলামবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ৩৯
বাবুনগরী রহ.-এর জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্য ৪০
আল্লাহর প্রতি ভরসা ৪০
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ৪১

কুরআনপ্রেম ৪১
মসনবি শরিফের প্রতি অনুরাগ ৪১
দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ৪১
আল্লাহর রহমতের ছায়ায় ৪২
সমসাময়িক ও বড়দের দৃষ্টিতে হজরত বাবুনগরী রহ. ৪২
খলিফাবৃন্দ ৪৬
তাঁর হাতে গড়া কয়েকজন শাগরিদ ৪৭
শাহ মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী রহ.-এর স্মরণীয় বাণী ৪৮
হজরত মাওলানা আবদুল হাই রহ. ৫০
আল্লামা আমিন সাহেব রহ. ৫২
শৈশব ও শিক্ষা-দীক্ষা ৫২
মেধাশক্তি ৫২
হাকিমুল উম্মত থানবির সাথে সম্পর্ক ৫৩
হাদিসশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ৫৩
একটি বিশেষ ঘটনা ৫৩
কর্মজীবন ৫৪
ইন্তেকাল ৫৪
হজরত মাওলানা মুসা (বুজুর্গ সাহেব) রহ. ৫৫
জন্ম ও পারিবারিক ঐতিহ্য ৫৫
শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জীবন ৫৫
মাওলানা শাহ জমির উদ্দিন আহমদ রহ. ৫৭
হজরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব রহ. ৫৯
হজরত আল্লামা আবদুল হামিদ সাহেব রহ. ৬১
হজরত আল্লামা মুফতি আজিজুল হক সাহেব রহ. ৬২
তাঁর ইন্তেকালের বিবরণ ৬৩
দাওরায়ে হাদিস ও দস্তারবন্দি ৬৩
শিক্ষকতার জগতে পদার্পণ ৬৪
সাহিত্যরুচি ও কবিতাপ্রীতি ৬৪
হজরতের খলিফাবৃন্দ (তাঁর স্বহস্তে লিখিত ক্রমানুসারে) ৬৫
আল্লামা সুফি আবদুল জাব্বার রহ. ৬৭
হজরত মাওলানা নুরুল হক (দাউম সাহেব) রহ. ৬৮
জন্ম ও শিক্ষা ৬৮
শিক্ষকতা ও খেলাফতপ্রাপ্তি ৬৮

আল্লামা উবাইদুর রহমান (মুহাদ্দিস সাহেব) রহ. **৬৯**
জন্ম ও শিক্ষা ৬৯
শিক্ষকতা ও খেলাফত লাভ ৬৯
ইন্তেকাল ৭০
আল্লামা মাজহারুল ইসলাম নানুপুরি রহ. **৭১**
জন্ম ও শিক্ষা ৭১
আধ্যাত্মিকতা ও কর্মজীবন ৭১
মাওলানা হাকিম ওবাইদুর রহমান সাহেব রহ. **৭২**
আল্লামা শাহ সুলতান আহমাদ নানুপুরি রহ. **৭৩**
জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ৭৩
শিক্ষকতা ৭৪
আকাবিরদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ৭৪
ইন্তেকাল ৭৫
আল্লামা আবুল হাসান রহ. **৭৬**
জন্ম ও শিক্ষা ৭৬
ছাত্রজীবনের বৈশিষ্ট্য ৭৬
শিক্ষকতা ৭৭
রচনার জগতে আবুল হাসান রহ. ৭৭
আধ্যাত্মিকতা ৭৮
পরলোক গমন ৭৮
আল্লামা ইসহাক আল-গাজি রহ. **৭৯**
জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ৭৯
শিক্ষকতা ৭৯
আধ্যাত্মিকতা ৮০
শাহাদাতের অদম্য বাসনা ৮১
আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ৮১
গবেষণায় তিনি ৮২
ইবাদতের রুচি ৮২
জবাবদিহিতা ৮৩
রচনার জগতে ৮৪
উসতাদুল উলামা ৮৫
ইন্তেকাল ৮৫

আল্লামা হাফেজ হারুন শাহনগরী রহ. **৮৬**
জন্ম ৮৬
প্রাথমিক শিক্ষা ৮৬
জিরি মাদরাসায় ভর্তি ৮৬
হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি ৮৬
দারুল উলুম দেওবন্দে ৮৭
শিক্ষকতা জীবন ৮৭
জামিয়া ইসলামিয়া জিরিতে যোগদান ৮৭
চাঁদপুরে কিছুদিন ৮৭
জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগে যোগদান ৮৭
জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগরে যোগদান ৮৭
জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুরে যোগদান ৮৮
ইসলাহে নফসের উদ্দেশ্যে বাইয়াত ৮৮
খেলাফত প্রাপ্তি ৮৮
ইন্তেকাল ৮৯
আল্লামা আবদুল বারী রহ. **৯০**
শিক্ষাজীবন ৯০
কর্মজীবন ৯০
ইন্তেকাল ৯১
শাইখুল হাদিস আল্লামা ইউনুস রহ. **৯২**
জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা ৯২
দারুল উলুম হাটহাজারীতে তাঁর শিক্ষাজীবন ৯২
দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর শিক্ষাজীবন ৯৩
দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর শিক্ষকবৃন্দ ৯৪
শিক্ষকতা জীবন ৯৪
দরসের বৈশিষ্ট্য ৯৫
আধ্যাত্মিক জীবন ৯৬
পারিবারিক জীবন ৯৭
স্মৃতির পাতা থেকে ৯৭
ইন্তেকাল ৯৮
আল্লামা হারুন ইসলামাবাদি রহ. **৯৯**
অধ্যাপনা ও কর্মজীবন ৯৯
ইন্তেকাল ১০০

হজরত আল্লামা নুরুল ইসলাম (জাদিদ) সাহেব রহ. **১০১**
শিক্ষা-দীক্ষা ১০১
একটি স্মৃতি ১০১
শিক্ষকতা ১০১
আধ্যাত্মিকতা ১০২
ইন্তেকাল ১০২
রচনাবলি ১০২
মাওলানা আবুল কাশেম নানুপুরি রহ. **১০৩**
জন্ম ও শিক্ষা ১০৩
কর্মজীবন ১০৩
লেখালিখি ১০৪
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ১০৪
ইন্তেকাল ১০৪
আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান রহ. **১০৫**
জন্ম ও শিক্ষা ১০৫
শিক্ষকতা ১০৫
সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা ১০৬
মারকাজু ফিকরিল ইসলামি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ১০৬
ইন্তেকাল ১০৭
আল্লামা ইয়ার মুহাম্মাদ ধর্মপুরী রহ. **১০৮**
জন্ম ও শিক্ষা ১০৮
শিক্ষকতা ১০৮
ইন্তেকাল ১০৮
মাওলানা মুহাম্মাদ মিঞা সাহেব রহ. **১০৯**
জন্ম ১০৯
শিক্ষার্জন ১০৯
তাঁর শিক্ষকগণ ১০৯
কর্মজীবন ১০৯
ছাত্রবৃন্দ ১১০
আল্লামা ইউনুস আজিমপুরি (আল্লামা সাহেব) রহ. **১১১**
জন্ম ও বংশ পরিচয় ১১১
শিক্ষাজীবন ১১১
দারুল উলুম দেওবন্দ গমন ১১১

কর্মজীবন ১১১
আল্লামা সাহেব হুজুর খেতাব অর্জন ১১২
বাইয়াত ও খেলাফত লাভ ১১২
ছাত্রবৃন্দ ১১২
ইন্তেকাল ১১৩
মাওলানা হাফেজ জিয়াউল হাসান সাহেব রহ. ১১৪
জন্ম ও শিক্ষাজীবন ১১৪
কর্মজীবন ১১৪
মাওলানা কারি ইসমাঈল সাহেব রহ. ১১৬
ছাত্রজীবন ১১৬
কর্মজীবন ১১৬
দরসের বৈশিষ্ট্য ও আচার-ব্যবহার ১১৭
ইন্তেকাল ১১৭
আল্লামা কবির আহমাদ রহ. ১১৮
মাওলানা সিরাজুল ইসলাম রহ. (বোর্ডিং হুজুর) ১১৯
ইন্তেকাল ১১৯
আল্লামা আবদুল মান্নান রহ. ১২০
জন্ম ও বংশ ১২০
শিক্ষাজীবন ১২০
ইন্তেকাল ১২১
হজরত মাওলানা কারি হাবিবুল্লাহ সাহেব রহ. ১২২
আল্লামা হাফেজ আনওয়ারুল হক রহ. ১২৩
কর্মজীবন ১২৩
মাওলানা ওমর সাহেব ধর্মপুরি রহ. ১২৫
শিক্ষা-দীক্ষা ১২৫
কর্মজীবন ১২৫
বড়দের চোখে তিনি ১২৫
ইন্তেকাল ১২৬
শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. ১২৭
শিক্ষা ১২৭
আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ.-এর সান্নিধ্যে ১৩০
আল্লামা আবদুর রশিদ নোমানির শিষ্যত্ব লাভ ১৩১
জামিয়া বাবুনগরে হাদিসের খেদমত ১৩১

জামিয়া বাবুনগরে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অবদান ১৩২
দারুল উলুম হাটহাজারীতে আল্লামা বাবুনগরী ১৩২
খেলাফত লাভ ১৩৩
অন্তিমশয্যায় আল্লামা বাবুনগরী ১৩৩
যেভাবে হজরত রাহিমাহুল্লাহর ইন্তেকাল ১৩৬
আল্লামা মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী রহ. **১৪০**
জন্ম ১৪০
বাবুনগর মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ ১৪০
জিরি মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ ১৪০
উচ্চশিক্ষার জন্য পাকিস্তান সফর ১৪১
প্রধান মুফতির দায়িত্ব পালন ১৪১
ফাতাওয়া প্রদান ১৪১
হাদিস পাঠদান ১৪২
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ১৪২
হাটহাজারী মাদরাসায় যোগদান ১৪২
রচনাবলি ১৪২
ইন্তেকাল ১৪৩
আল্লামা নুরুল ইসলাম জিহাদি রহ. **১৪৪**
জন্ম ও শৈশব ১৪৪
উচ্চশিক্ষা ১৪৪
শিক্ষক মহোদয়গণ ১৪৪
কর্মজীবন ১৪৪
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাখজানুল উলুম প্রতিষ্ঠা ১৪৫
রচনা ও প্রকাশনা ১৪৫
ইন্তেকাল ১৪৬
আল্লামা আইয়ুব আলি লেলাংগী রহ. **১৪৭**
জন্ম ও বংশ পরিচয় ১৪৭
শিক্ষা জীবন ১৪৭
তাঁর উসতাদগণ ১৪৮
কর্মজীবন ১৪৮
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১৪৯
ইন্তেকাল ১৪৯

মাওলানা আবুল কালাম সাহেব রহ. **১৫০**
ছাত্রজীবন ১৫০
কর্মজীবন ১৫০
হজরত উল্লেখযোগ্য উসতাদগণ ১৫১
ইন্তেকাল ১৫১
আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ আলি রহ. **১৫২**
মাওলানা হাফেজ আবু জাফর ছাদেক রহ. **১৫৩**
জন্ম ১৫৩
শিক্ষাজীবন ১৫৩
কর্মজীবন ১৫৪
সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় ১৫৪
তাঁর শাগরিদগণ ১৫৫
রচনাবলি ১৫৫
দাম্পত্যজীবন ও সন্তান-সন্ততি ১৫৬
ইন্তেকাল ও জানাজা ১৫৭
জামিয়ার আরও কতিপয় মরহুম শিক্ষকের নাম **১৫৮**
জীবিত মাশায়েখদের আলোকিত জীবন **১৬০**
আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী **১৬১**
প্রাথমিক শিক্ষা ১৬১
উচ্চতর শিক্ষা ১৬১
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও কর্মজীবন ১৬২
হজরতের দরসের বৈশিষ্ট্য ১৬২
কয়েকটি ঘটনা ১৬৩
বাইয়াত ও খেলাফত লাভ ১৬৩
রাজনীতি ১৬৪
বর্তমান অবস্থান ১৬৪
শাইখুল হাদিস আল্লামা সুলতান যওক নদভি হাফি. **১৬৫**
আল্লামা হাফেজ হাবিবুল্লাহ সাহেব দা.বা. **১৬৮**
জন্ম ১৬৮
শিক্ষাজীবন ১৬৮
কর্মজীবন ১৬৮
হজরতের উল্লেখযোগ্য উসতাদগণ ১৬৯

আল্লামা শফিউল আলম আজিমপুরি সাহেব দা.বা. **১৭০**
জন্ম ও বংশ পরিচয় ১৭০
শৈশবকাল ও শিক্ষা-দীক্ষা ১৭০
উচ্চশিক্ষার জন্য হাটহাজারী মাদরাসায় ১৭১
দাওরায়ে হাদিসের উসতাদবৃন্দ ১৭১
কর্মজীবন ও শিক্ষকতা ১৭১
উল্লেখযোগ্য শিষ্যবৃন্দ ১৭২
আল্লামা মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেব দা.বা. **১৭৩**
নাম ও বংশ পরিচয় ১৭৩
প্রাথমিক শিক্ষা ১৭৩
উচ্চতর শিক্ষা ১৭৩
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও অধ্যাপনা ১৭৪
বর্তমান অবস্থান ১৭৪
মাওলানা আইয়ুব বাবুনগরী সাহেব দা.বা. **১৭৫**
জন্ম ১৭৫
প্রাথমিক শিক্ষা ১৭৫
উচ্চতর শিক্ষা ১৭৫
কর্মজীবন ১৭৬
দরসের বৈশিষ্ট্য ১৭৬
বর্তমান অবস্থান ১৭৬
মাওলানা হাফেজ শুয়াইব সাহেব দা.বা. **১৭৭**
জন্ম ১৭৭
ছাত্রজীবন ১৭৭
কর্মজীবন ১৭৭
তাঁর উল্লেখযোগ্য উসতাদগণ ১৭৭
হজরতের দরসের বৈশিষ্ট্য ১৭৮
মাওলানা জাকারিয়া হাসনাবাদী : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য **১৭৯**
শিক্ষাজীবন ১৮০
কর্মজীবন ১৮১
সাহিত্যচর্চা ১৮১
হাদিসের খেদমত ১৮২
হাদিস বিষয়ে রচনা-অনুবাদ ১৮৩

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, এদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. অথবা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজির আমলেই শুরু হয়নি, যা সাধারণত প্রসিদ্ধ; বরং সাহাবায়ে কেরামের আমলেই এদেশে ইসলামের আগমন হয়। এক বর্ণনামতে হজরত আমর ইবনুল আস রা.-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের একটি দল বঙ্গোপসাগর হয়ে গুজরাট বন্দরে নোঙর ফেলে। সেখানে হিন্দু রাজার সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। কয়েকজন সাহাবি সেখানে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন এবং সেখানেই তাদের দাফন করা হয়।

আরেক বর্ণনামতে, অষ্টম ও দ্বাদশ হিজরিতে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই সাহাবিগণ আবিসিনিয়া থেকে চীন যাত্রাকালে কেরালা পৌঁছেন। চীনের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের তথ্যানুসারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা (মা আমেনার চাচাতো ভাই) সাইয়িদুনা আবু ওয়াক্কাস রা. (হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর পিতা)-এর পিতার সাথে কমপক্ষে আরও তিনজন সাহাবি ছিলেন, চীনের ইতিহাসে যারা কায়েস, ওরওয়া বিন উসামা ও আবু কায়েস নামে প্রসিদ্ধ।

সারকথা, এই বর্ণনামতে আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের চার সদস্যের দল বঙ্গোপসাগর হয়ে নদীপথে চীনের বন্দরে গিয়ে পৌঁছেন।[১] এরপর পর্যায়ক্রমে বাংলার এ জমিনে বিশেষত চট্টগ্রামের মাটিতে ইসলামের সূর্য উদিত হয়।

ইসলামের সূচনাকাল থেকেই খোদাদ্রোহীরা আল্লাহর মনোনীত দীনকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এমন সব অভিনব পন্থা অবলম্বন করে; ইসলামের পরিবর্তে অন্য ধর্ম হলে তা কবেই যেন উড়ে যেত। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে ছিল ভিন্ন। তিনি তো ইসলামকে মানবজাতির হেদায়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গামরূপে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন। অতএব সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও ইসলামকে কেয়ামত অবধি টিকিয়ে রাখবেন, এটাই স্বাভাবিক। ফলে ইসলামের বিগত চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ইসলাম তার শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে নস্যাৎ

---

১. প্রবন্ধ, আল্লামা সুলতান যওক নদভি, আল হারুন স্মারকগ্রন্থ।

করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে এবং নিজের অস্তিত্বকে সুসংহত করেছে। যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম, যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক এবং সাধক ব্যক্তিগণ তাঁদের ইস্পাতকঠিন আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা, অতুলনীয় ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিস্বার্থতা, অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানি এবং অসাধারণ যোগ্যতা ও রুহানি শক্তির এত বিরল গুণাবলির মাধ্যমে উম্মাহর 'ক্লান্ত দেহে' নতুন প্রাণের সঞ্চার করে যেতে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের শক্তি ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটুকু উৎসর্গ করে দেন।

মহানবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রতি একশ বছরে এমন একজন ব্যক্তিকে পাঠাবে, যিনি এই উম্মাহর দীনকে পুনরুজ্জীবিত করবে।'[১]

যুগে যুগে সংস্কার আন্দোলন

দীনের মহান দাঈ ও সংস্কারকদের অবদানের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান কেবল এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। খেলাফতে রাশেদা-পরবর্তী যুগে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ-বহিরাগত আক্রমণের ফলে ইসলাম নামক বৃক্ষটি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। নতুন নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এমন মুহূর্তে খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেন উমাইয়া খান্দানের গর্বপ্রদীপ, ধৈর্য ও নিষ্ঠার মূর্ত-প্রতীক হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ. (৬১ হি.-১০১ হি.)। মাত্র দুই বছর পাঁচ মাসের স্বল্পকালীন শাসনামলে সার্বিক সংস্কার ও খেদমতের ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখে যান, তার প্রভাব ইলম, আমল, আখলাক, সিয়াসাতসহ দীনের সকল ক্ষেত্রে আজও সুস্পষ্ট বিদ্যমান।

ওমর বিন আবদুল আজিজের পর ধীরে ধীরে যখন পুনরায় উম্মাহর চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়, তখন হজরত হাসান বসরি রহ. (৬১ হি.- ১১০ হি.)-সহ কয়েকজন বিখ্যাত তাবেয়ি নিজেদের ঈমানি শক্তিতে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দূরদৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে দ্বিতীয়বার এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। যখন হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়, তখন ইমাম ইবনে শিহাব জুহরি রহ. (৫১ হি.- ১২৪ হি.), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি রহ. (১৯৪ হি.-২৫৬ হি.) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। যখন ফিকহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তখন তা ইমাম চতুষ্টয়, বিশেষত ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. (৮০ হি.-১৫০ হি.) এবং তাঁর সুযোগ্য শাগরিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পূর্ণতায় পৌঁছে।

---

১. মিশকাত, ১/৩৬।

আব্বাসি যুগে যখন ভ্রান্ত মুতাজিলা সম্প্রদায় 'খালকে কুরআন'-কে (অর্থাৎ-কুরআনকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি মনে করা, এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনাগুলোর একটি) নিজেদের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং কুফর ও ঈমানের মাপকাঠি বানিয়ে জোর প্রচারণায় নামে, তখন ইমামে রাব্বানি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (১৬৪ হি.-২৪১ হি.) ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ও পাহাড়সম মনোবল নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে যান। অসামান্য ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত এই ধ্বংসাত্মক ফিতনাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেন। 'খালকে কুরআনের' এই ভ্রান্ত আকিদা তো শেষ পর্যন্ত তার গতি হারিয়ে ফেলেছিল; কিন্তু মুতাজিলারা এতে পুরোপুরি দমে যায়নি। তৃতীয় হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে তারা আবারও পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে 'ফিতনায়ে ইতিজাল'-এর ঝাণ্ডা নিয়ে স্বদর্পে আবির্ভূত হয়। যখন নব্য যুক্তিবাদ এবং দর্শনকে হাতিয়ার বানিয়ে তারা উলামায়ে আহলে সুন্নাহর ওপর আক্রমণ করে যাচ্ছিল, তখন ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ. (ইন্তে. ৩৩২ হি.) এবং ইমাম আবুল মানসুর মাতুরিদি রহ. (ইন্তে. ৩৩২ হি.) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারকগণ এই ফিতনারও মূলোৎপাটন করে সুন্নাহর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখেন।

ইমাম আবুল মানসুর মাতুরিদি রহ. কঠোরহস্তে রাফেজি এবং কারামিয়া সম্প্রদায়েরও মোকাবেলা করেন। যখন গ্রিকদর্শন ইসলাম ও নবুওয়তের ভিত্তিমূলেই কাঁপন ধরিয়ে দেয় এবং উম্মাহর কলঙ্ক ধোঁকাবাজ বাতেনি সম্প্রদায় ইসলামের রীতিনীতি এবং আকিদা-বিশ্বাসকে সংশয়ের অথইজলে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে নামে, তখন পঞ্চম শতাব্দীতে উম্মাহর ভাগ্যাকাশে উদিত হয় মুহাম্মাদ আল গাজালি রহ. (৪৫০ হি.-৫০৫ হি.) নামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামি ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে যার অসামান্য পারদর্শিতা ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' নামক এক অনন্য গ্রন্থ রচনা করে ভ্রান্ত দর্শনের এবং 'আল মুসতাজহিরি' নামক আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে বাতেনিদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। মুসলিম উম্মাহর প্রাণে সঞ্চার করেন এক নতুন উদ্যম ও সাহস এবং নবজীবনের প্রেরণা।

এরপর মুসলমানদের মধ্যে দীনের দাওয়াত এবং ঈমানি জজবা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আবির্ভূত হন হজরত আবদুল কাদের জিলানি রহ. (ইন্তে. ৫৬১ হি.), যিনি তাঁর দাওয়াত ও আহ্বানে, ওয়াজ ও নসিহতের দ্বারা নিজের লক্ষ্যকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেন।

আরিফে রাব্বানি

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী রহ.

একটি নাম, একটি ইনকিলাব, একটি প্রতিষ্ঠান

বাস্তব সত্য হলো, এ পৃথিবী একটি পান্থশালা। কত মানুষ আসে কত মানুষ যায়, কে কার খবর রাখে, কিন্তু অন্ধকার অন্তরিক্ষে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের এত ব্যক্তি পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। যারা জীবদ্দশায় স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। যে কর্মজগতে তার বিচরণ, তার প্রসঙ্গ এলেই ঐ ব্যক্তিদের নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেসে ওঠে। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা জানায় এবং তাদের প্রতি বিস্ময়ে তাকায়। ইতিহাসের যুগ পরিক্রমায় ফটিকছড়ি জনপদটি নানাভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত হলেও এই মাটিতে এমন অনেক ক্ষণজন্মা মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা সূর্যের আলোর এত প্রতিভার দ্যুতি নিয়ে রচনা করেছেন বর্নাঢ্য ইতিহাস, যুগে যুগে, কালে কালে তাদের অবিস্মরণীয় ত্যাগ-তিতিক্ষায় রচিত ইতিহাসের ভূমিতে পা রেখে পরের প্রজন্ম এগিয়ে চলে। সে মুষ্টিমেয় বরেণ্য মনীষীদের মধ্যে সুলতানুল আরিফিন, মুরশিদে আজম মাওলানা বাবুনগরী সাহেব অন্যতম। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন-কর্ম ও অবদানের দিগন্তহীন ময়দানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অবাকচিত্তে বলতে হয়-সুলতানুল আরিফিন মাওলানা বাবুনগরী রহ. একটি নাম, একটি ইনকিলাব, একটি প্রতিষ্ঠান।

পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ পরিচয়

মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী রহ. ছিলেন এক দীনি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। যে মহান সাধকদের দ্বারা বাংলার মাটি ধন্য ও গর্বিত হয়েছিল, বাবুনগরী রহ.-এর পূর্ব-পুরুষগণ ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর বংশ পরম্পরা চতুর্দশ পুরুষে শায়খ বুরহানুদ্দিন সিদ্দিকির সাথে মিলিত হয়। শায়খ বুরহানুদ্দিন সুদূর আরব থেকে হিজরত করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের এক এলাকায় আগমন করেন। কালক্রমে সেখান থেকে বাবুনগরী রহ.-এর বংশধরগণ ফটিকছড়ির বিখ্যাত বাবুনগর গ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই হজরত বাবুনগরী রহ. ১৩২৩ হিজরি মোতাবেক ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

তিনি একবার আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.-কে বলেছিলেন, ‘সেকালে আবদুল বারি চৌধুরির বাড়ির পূর্বপার্শ্বে একটি স্কুল ছিল। সেখানেই আমি প্রাইমারি শিক্ষা